২৯-০৪-১৭ প্রাতঃ-মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - নিজের অবস্থাকে সুন্দর বানানোর জন্য ভোরবেলা উঠে একান্তে বসে বিচার করো যে আমি আত্মা, আমাকে এখন ঘরে ফিরতে হবে, এই নাটক এখন সম্পূর্ণ হয়েছে।"

প্রশ্ন:- নিজেকে সম্পূর্ণ বলি দেওয়ার অর্থ কি?
উত্তর:- নিজেকে সম্পূর্ণ বলি দেওয়া অর্থাৎ বুদ্ধির যোগ সর্বদা একের দিকেই থাকবে। সন্তান এবং অন্য কোনো দেহধারীর স্মৃতি আসবে না। দেহের ভান চলে যাবে। যে নিজেকে এই রকম সম্পূর্ণ বলি দেয় সে-ই বাবার কাছ থেকে ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার পায়। যারা একে অন্যের নাম-রূপে চক্কর খায় তারা বাবার এবং নিজের নাম বদনাম করে দেয়।

প্রশ্ন:- বাবা সকল সন্তানদের ওপরে কোন কৃপা করছেন?

উত্তর:- বাবা কড়িতুল্য থেকে হীরেতুল্য বানানোর কৃপা করেন। যে বাচ্চা প্রত্যেক পদক্ষেপে বাবার মতামত নেয়, কিছু লুকায় না, তার ওপর স্বাভাবিক ভাবেই কৃপা হয়ে যায়।

*গীত:- এই খেলার রচনা কে করেছেন..... *

ওম্ শান্তি। যে এই গানটা লিখেছিল সে এর অর্থ জানেনা। তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে বাবা বুঝিয়েছেন যে তোমাদেরকে যখন রচনা করেছিলাম তখন কত উত্তরাধিকার দিয়েছিলাম। স্বর্গ হল নতুন রচনা। দুনিয়ার মানুষ জানেনা যে কিভাবে স্বর্গের রচনা হয়, তারপর কিভাবে মায়া রূপী ৫ বিকার আসে। প্রত্যেকটা কথাই হল নতুন, নতুন দুনিয়ার জন্য। সত্যযুগ কাকে বলা হয় সেটাই জানেনা, তাহলে এইসব কথা কিভাবে জানবে। কোনো শাস্ত্রতে এই জ্ঞান নেই। স্বয়ং পরমাত্মাই এসে এই জ্ঞান দেন যেটা এরপর প্রায় লুপ্ত হয়ে যাবে। জ্ঞানের দ্বারা রাজযোগ শিখে রাজত্ব পাবে। একেই বলা হয় আধ্যাত্মিক জ্ঞান। আত্মাকেই আধ্যাত্মিক বলা হয়। বাবাকে পরমাত্মা বলা হয়। তাকে অনেক নাম দিয়ে দিয়েছে। এটা বলে যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রয়োজন। দর্শন তো সেই শাস্ত্রেরই জ্ঞান হয়ে গেল, যেটা শাস্ত্র পড়েই জানা যায়। কিন্তু পরমপিতা পরমাত্মা তো শাস্ত্র পড়েন না। তাঁকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়। মানুষ মনে করে যে তিনি হলেন অন্তর্যামী। কিন্তু আসলে তো এইরকম নয়। যে যেমন কর্ম করে ড্রামা অনুসারে তার সেইরকম ফলই প্রাপ্ত হয়। বাচ্চাদেরকে কর্ম, অকর্ম এবং বিকর্মের গতিও বোঝানো হয় - কর্ম কখন অকর্ম হয়, তারপর কিভাবে বিকর্ম হয়। স্বর্গতে এমন কোনো খারাপ কাজই হয়না যার জন্য বিকর্ম হবে। কারণ ওখানে রাবণ রাজ্যই নেই। তাই সমস্ত কর্ম সেখানে অকর্ম হয়ে যায়। যখন বিকর্ম করে তখনই প্রলেপ পড়ে। রাবণই পাপ করায়। এখন তোমাদেরকে বাবা বোঝাচ্ছেন। দুনিয়ার মানুষতো জানেনা যে সত্যযুগে কিভাবে বিকার ছাড়া সন্তানের জন্ম হয়। অনেকে বলে যে ওখানেও অবশ্যই বিকার থাকবে, তবে এতটা হয়তো থাকবে না। যেমন এখানেও অনেক গুরু বলে যে বছরে বা মাসে একবার বিকারে যাও। কিন্তু বাবা বলছেন যে কাম বিকার হল মহাশত্রু। এর ওপর পুরো বিজয়ী হও। সম্পূর্ণ নির্বিকারী হতে হবে। ওখানে তো রাবণই থাকেনা, তাহলে বিকার আসবে কোথা থেকে। শিখরাও বলে যে তিনি ময়লা কাপড় পরিষ্কার করেন। কিন্তু এতে কারোর নিন্দা করা হয়না। যে যেমন তাকে তো সেইরকমই বলবে। চোর কে চোরই বলবে। বিভিন্ন গ্রন্থতেও অনেক কিছু লেখা আছে। গুরু নানক পরমপিতা

পরমাত্মারই মহিমা করেছেন, বলেছে যে জপ সাহেব, সুখমনী... বাবা বলছেন আমাকে স্মরণ করো। যাকে অর্ধেক কল্প ধরে স্মরণ করেছিলাম সে যদি মিলে যায় তাহলে কত খুশি হওয়া উচিত। কিন্তু খুশি তারই হয় যে প্রতি মূহুর্তে নিজেকে আত্মা মনে করে। নিজেকে আত্মা বলে বুঝলেই বাবার সাথে ভালোবাসা থাকবে। এখন আত্মারা তো জানেই না যে কে আমাদের বাবা। কিন্তু বাবার হয়ে গিয়ে যদি বাবার পেশা না জানে তাহলে তাকে বুদ্ধু বলা হবে। প্রহ্লাদের গল্পে বলে যে তাকে রক্ষা করার জন্য ভগবান থাম থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি থাকেন কোথায়? তাঁর ঠিকানা তো জানেনা। তোমরা বাচ্চারা এখন সেটা জানো। তোমরা হলে ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারী। প্রজাপিতা ব্রহ্মার নামও প্রসিদ্ধ। কিন্তু তাঁর তো স্ত্রী নেই যার দ্বারা সন্তানের জন্ম দেবে। তাহলে তার সন্তানরা অবশ্যই মুখ বংশাবলী। এটা তোমরাও বোঝাতে পারো। আমরা হলাম ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারী। প্রজাপিতা ব্রহ্মার নাম তো শুনেছে। পরমপিতা পরমাত্মাই ব্রহ্মার দ্বারা রচনা করেন। প্রথমে ব্রহ্মার রচনা করেছেন, তারপর ব্রহ্মার দ্বারা বাকি সন্তানদেরকে রচনা করেছেন। বাবা বোঝাচ্ছেন যে দেখ আমার কত মুখ বংশাবলী। শিববাবার কাছ থেকেই তো সবাই উত্তরাধিকার পায়। যাকে দত্তক নিয়েছেন সে তো অবশ্যই গরিব হবে। প্রথমে ব্রহ্মাকে রচনা করেছেন। তারপর ব্রহ্মার দ্বারা মুখ বংশাবলী হয়েছে। দুনিয়ার ব্রাহ্মণরা, যাদের বিকারের দ্বারা জন্ম তারা শরীরের যাত্রা করায়। কিন্তু এখানে ব্রহ্মা মুখ বংশাবলীরা রুহানি যাত্রা করায়। কেউই এই রুহানি যাত্রা সম্বন্ধে জানেনা। নির্বাণধামে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করে। তাই ব্রহ্মের দিকেই বুদ্ধি যায়। ওটা তো ব্রহ্মের যাত্রা হয়ে গেল। ওরা ভাবে যে আমরা ব্রহ্মতে লীন হয়ে যাবো। তাহলে শারীরিক যাত্রা করার কি প্রয়োজন। যাত্রা তো নির্বাণধামেরই। কিন্তু তাকে জ্যোতিতে কিংবা বুদবুদে মিশে যাওয়া বলা যাবেনা। আত্মা যাত্রা করে। ব্রহ্ম তত্বতে যায়। কেবল এটাই হল রুহানি যাত্রা, বাকি সব শারীরিক যাত্রা। ওরা তো জানেই না যে কে নির্বাণধামে নিয়ে যেতে পারেন। এখন বেহদের বাবা বলছেন যে আমিই সবাইকে নিয়ে যাই। বাবাই সকলের পান্ডা হন। সত্যযুগে খুব কমজন মানুষ থাকবে। তাহলে বাকি আত্মারা অবশ্যই ফিরে যাবে। নীতিকথা কেবল বাবাই শোনান। এখন তোমরা সত্যিকারের যাত্রা করছ। আমরা হলাম আত্মা, এই নাটক এখন সম্পূর্ণ হয়েছে, আমাদের ফিরে যেতে হবে। এটা যেন একেবারে পাক্কা হয়ে যায়। একান্তে বসে ভাব যে আমরা আত্মা, বাবা আমাদেরকে নিতে এসেছেন। এইভাবে নিজের সাথে কথা বলতে হয়। একেই বিচার সাগর মন্থন বলা হয়। বাবা তো কাজ করার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু রাত্রিতে জেগে এইরকম অভ্যাস করলে সারাদিন অবস্থা (স্থিতি) ভালো থাকবে, সাহায্য পাওয়া যাবে। রাত্রের এই অভ্যাস দিনের বেলাতেও কাজে আসবে। রাত্রিতে ২টার পর থেকে জাগতে হবে। কারণ ৯টা থেকে ১২টা পর্যন্ত সময় খুব খারাপ হয়। সেইজন্য ভোরবেলাতেই বিচার সাগর মন্থন করা হয়। আমরা হলাম আত্মা, এখন তো বাবার কাছে যেতেই হবে। একটা শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর নেব। এটা হল নিজের সাথে কথা বলার পদ্ধতি। এখন ৮৪ জন্ম পূর্ণ হয়েছে। আর মাত্র কয়েকটা দিন আছে। এটা হল বেহদের নাটক। এইগুলো বুদ্ধিতে থাকলে দেহের ভান চলে যাবে। কেবল বাবা এবং উত্তরাধিকারই স্মরণে আসবে। বাবা এসেই শিক্ষা দেন। নাহলে আমরা কিভাবে এত শ্রেষ্ঠ পবিত্র হবে। এই সময় তো চারদিকে ভ্রষ্টাচার। তাই কোনো কোনো সমিতির নাম রাখে সদাচার সমিতি। আগে এইরকম ছিলনা। এইসব ভ্রষ্টাচার ইত্যাদি এখনই হয়েছে। কেউ মন্ত্রী হয়ে গেলে কত টাকা লুটে নেয়। কত ভ্রষ্টাচার করে। সত্যযুগে শ্রেষ্ঠাচারী সরকার হবে। তোমরা এখন অনেক শ্রেষ্ঠাচারী হচ্ছ। ওখানে পাপের নামই থাকবে না। বাবা এসে স্বর্গের যোগ্য বানান। যারা সবাই নোংরা হয়ে গেছে তাদেরকে ফুলের মত বানান। স্বর্গ স্থাপন করে সবাইকে সদগতি দিয়ে তারপর নিজে লুকিয়ে যান। আমার পার্ট হল সবাইকে সদগতি দেওয়া। আমি সমগ্র

দুনিয়াকে কি থেকে কি বানাই। এখন তো মানুষই বলছে যে যুদ্ধ হবে। খবরের কাগজে পড়ে যে ৫ বছরের মধ্যে এটা হবে ওটা হবে। আচ্ছা বিনাশ তো হবে। কিন্তু তারপর কি হবে? কেন এই বিনাশ হয় তার কারণও তো বলেছি, তাই না? তোমরা বাচ্চারা এখন জানো যে বাবা যখন স্বর্গের স্থাপনা করছে তাহলে নরকের বিনাশ তো অবশ্যই হবে। বাবা এসেই পুরাতন দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়া বানাচ্ছেন। ওখানে অকালে মৃত্যু হয়না। আত্মার জ্ঞান থাকে, তাই মৃত্যুভয়ও থাকেনা। আমরা একটা শরীর ছেড়ে অন্য শরীর নিই। তোমরা এটাও বোঝো, যে দেরিতে আসবে সে অবশ্যই কম জন্ম নেবে। আমাদের এখন ৮৪ জন্ম পূর্ণ হয়েছে। এটা দুনিয়ার মানুষ জানেনা। তোমাদেরকে অর্থাৎ আত্মাদেরকে পরমপিতা পরমাত্মা বসে বোঝাচ্ছেন। প্রজাপিতার সন্তানরা তো নিজেদের মধ্যে ভাই-বোন হবে। তাই কোনো বিকর্ম করা উচিত নয়। এমনিতেও বলে যে হিন্দু আর চীনারা হল ভাই ভাই। তাহলে বিকারে কিভাবে যাবে। বলে দেওয়া তো সহজ, কিন্তু এর অর্থ বোঝেনা। ভাই বোনের সম্বন্ধের মধ্যে বিকারী দৃষ্টি থাকা উচিত নয়। লৌকিকেও যদি নিকট কোনো আত্মীয়কে বিয়ে করে তাহলে হাহাকার পড়ে যায়। বাবা বোঝাচ্ছেন যে তোমরাই দেবী দেবতা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠাচারী ছিলে। ভ্রষ্টাচারী হয়ে গেছ। এখন পুনরায় শ্রেষ্ঠাচারী হচ্ছ। আমরাই শ্রেষ্ঠাচারী, ১৬ কলা সম্পূর্ণ ছিলাম। তারপর ১৪ কলাতে এসেছি। এরপর ভ্রষ্টাচারী হতে হতে আরো তমোপ্রধান ভ্রষ্টাচারী হয়ে গেছি। এটা গোলার চিত্রতেও (সৃষ্টি চক্র) স্পষ্ট করে লেখা আছে। বিভিন্ন বর্ণের রূপও বানায়। কিন্তু তাতে ব্রাহ্মণ চটিকেই দেখায় না। না শিববাবাকে দেখায়, না ব্রাহ্মণ চটিকে দেখায়। বাকি দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রদেরকে দেখায়। তোমরা এখন জেনেছ যে আমরা বাজুলি খেলি। এখন আমরা ব্রাহ্মণ থেকে আবার দেবী-দেবতা হব। তাই দৈবী গুন ধারণ করতে হবে। এখন ফেরত যেতে হবে। তারপর সমগ্র দুনিয়া আমাদের জন্য স্বর্গ হয়ে যাবে। ধরণীও জল পেয়ে যাবে। রাত্রিতে এইভাবে বিচার সাগর মন্থন করলে দিনের বেলা অনেক সাহায্য পাওয়া যাবে। এখন আমরা মিষ্টি বাবার কাছে যাচ্ছি, যেটার জন্য আমরা এতদিন দ্বারে দ্বারে ধাক্কা খেয়েছি। কিন্তু কোথাও রাস্তা পাইনি। এখন তোমরা উত্তরাধিকার পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছ। কিন্তু মায়াও প্রবল। খুব ধোঁকা দিয়ে দেয়, তোমাদের নাক কান পাকড়ে নেয়। তখন তোমরা ভ্রষ্টাচারী হয়ে যাও। কাম বিকারের নেশা এসে যায়। আশিক-মাসুকের মত কারোর নাম রূপের পেছনে চক্কর খেতে থাকে। অনেকেই ধোঁকা খেয়ে যায়। যে লোভী সেও পুরো বদনাম করে দেয়। এইসব তো হতেই থাকে। বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন যোগযুক্ত হয়ে থাক। যারা ভালো যোগী হয় তারা ৪-৫ দিন খাবার না খেলেও পরোয়া করেনা। অনেক খুশিতে থাকে। এইরকম অবস্থা হতে হবে। দেখতে হবে যে আমার মধ্যে কোনো কিছুর প্রতি লোভ নেই তো। লক্ষ রাখতে হবে যে আমি পুরো পাস হয়েই দেখাব। এটা হল কল্প-কল্পান্তরের বাজি। নিজেকে বিচার করো - আমি কি লক্ষ্মী-নারায়ণকে বিবাহ করার অথবা রাজত্ব নেওয়ার মত যোগ্য হয়েছি? যদি কোনো খামতি থেকে থাকে তাহলে তা বের করে দিতে হবে। খামতি কখনো লুকিয়ে থাকবে না। এখন তোমাদের যোগ শিববাবার সাথে। কাউকে ওঠানোর জন্য দৃষ্টি দাও। বাবা অনেক সাহায্য করেন। অনেক ব্রহ্মাকুমারী বলে যে আমি এটা করেছি। আমি এত ভালো মুরলী পড়েছি - এইরকম অহংকার অবস্থাকে খারাপ করে দেয়। যারা ভালো ভালো বাচ্চা তারা বোঝে যে এতে বাবার সহায়তা প্রাপ্ত হয়। কারোর মধ্যে তো মায়া প্রবেশ করলে সে পড়ে যায়। তাই সম্পূর্ণ আত্ম-অভিমানী হতে হবে। দেহের দিকে দৃষ্টি গেলে চলবে না। বাবা শিক্ষা দিচ্ছেন যে নিজেকে শুধরে নাও। মায়ার কাছে ধোঁকা খেওনা। না হলে পদ হারিয়ে ফেলবে। ওই পতিকে তো তোমরা কত স্মরণ করো। আর সমস্ত পতিদের পতি, যিনি তোমাদেরকে অমৃত খাওয়ান, কড়িতুল্য থেকে হীরেতুল্য বানান তাকে স্মরণ করো না । এইরকম বাবাকে তো কত স্মরণ করতে

হবে। শ্রীমৎ অনুসারে পুরুষার্থ করতে হবে। যেকোনো ব্যাপারে বাবাকে জিজ্ঞেস করতে হবে বাবা, আমার মধ্যে কি কি খারাপ গুণ আছে। দেহের ভান ছাড়তে হবে। যে নিজেকে পুরো বলি দিয়ে দেয় সেই ২১ জন্মের উত্তরাধিকার পায়। নিজেকে পুরো বলি দেওয়ার অর্থ হল তাঁর দিকেই যেন বুদ্ধি থাকে। সন্তান ইত্যাদি যারা আছে সবার থেকে বুদ্ধি সরিয়ে নিতে হবে। বাবা বলছেন এর বদলে ওখানে তোমরা সব কিছু নতুন পাবে। অনেকে বলে যে ভগবানের কৃপায় সন্তান হয়েছে। এখন স্বয়ং ভগবান বলছেন ওইসব কৃপা তো ক্ষণিকের জন্য। এখন তো তিনি তোমাদের ওপর অনেক কৃপা করবেন। তোমাদেরকে কড়িতুল্য থেকে হীরেতুল্য বানিয়ে দেবেন। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও সবকিছুকে বাবার বলে মনে কর। প্রতি পদক্ষেপে মতামত নাও। বাবাই মতামত দেবেন। তিনি কোনো খারাপ কাজ করতে দেবেন না। বিকারীকে দান করতে দেবেন না। অবিনাশী সার্জেনের কাছে কিছু লুকানো উচিৎ নয়। সবকিছু জিজ্ঞেস করে করতে হবে। অনেক বাচ্চাই জিজ্ঞেস করে। লেখে যে বাবা, এই বিকার খুব বিরক্ত করে। আবার কেউ তো মুখ কালো করেও বাবাকে বলেনা। লুকাতে থাকলে আরও কালো হতে থাকবে। আচ্ছা -

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) সম্পূর্ণ পাস হওয়ার জন্য যা কিছু খামতি আছে, বিকারের অংশ আছে সেইগুলোকে সমাপ্ত করতে হবে। কোনো ব্যাপারে অহংকার করা উচিৎ নয়।

২) দৃষ্টিকে খুব শুদ্ধ পবিত্র বানাতে হবে। কখনো কোনো দেহধারীর প্রতি আটকে থাকা উচিত নয়। সম্পূর্ণ আত্ম-অভিমানী হতে হবে।

বরদান:- সর্বদা এক বাবার স্নেহতে মিশে থেকে সর্বপ্রাপ্তিতে সম্পন্ন এবং সন্তুষ্ট হও।

যে বাচ্চা সর্বদা কেবল বাবার স্নেহেই মিশে থাকে, বাবা তার থেকে আলাদা হয়না এবং সেও বাবার থেকে আলাদা হয়না। সব সময় সে বাবার স্নেহের প্রতিদান হিসাবে সর্ব প্রাপ্তিতে সম্পন্ন এবং সন্তুষ্ট থাকে। তাই তাকে অন্য কোনো প্রকারের আশ্রয় আকৃষ্ট করতে পারেনা। যে আত্মা স্নেহতে মিশে থাকে সে সর্বপ্রাপ্তিতে সম্পন্ন হওয়ার জন্য সহজেই 'এক বাবা, আর কেউ না' এইরকম অনুভূতিতে থাকে। এইরকম আত্মাদের কাছে কেবল বাবাই হলেন সংসার।

স্লোগান:- সীমিত সম্মান এবং সৌন্দর্যের পেছনে না ছুটে স্বমানে থাকাটাই হল শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য।